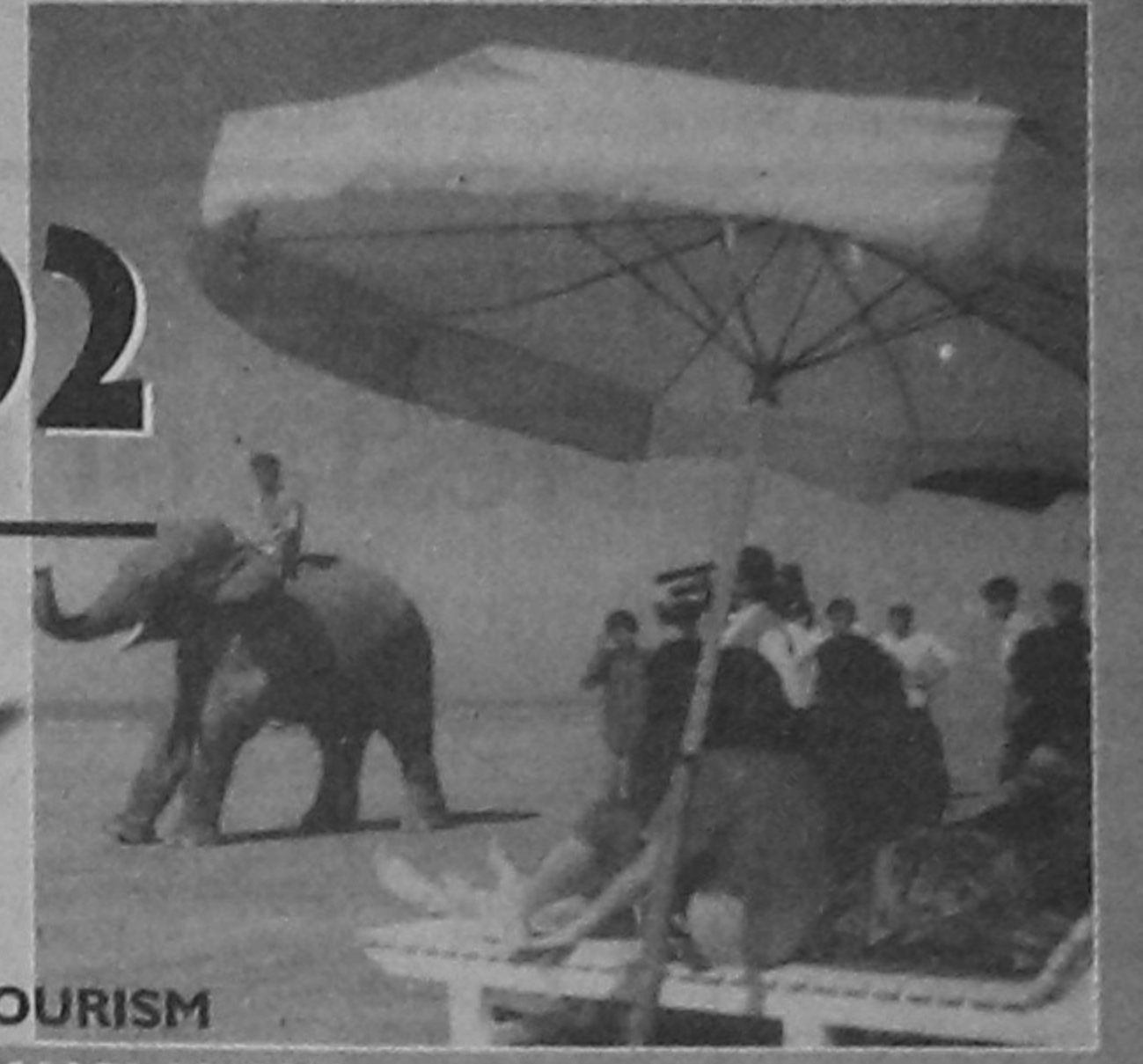


# INTERNATIONAL ECOTOURISM YEAR 2002

January 30, 2002



MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM  
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH



Planning & Design : Ad Empire



**বাণী**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

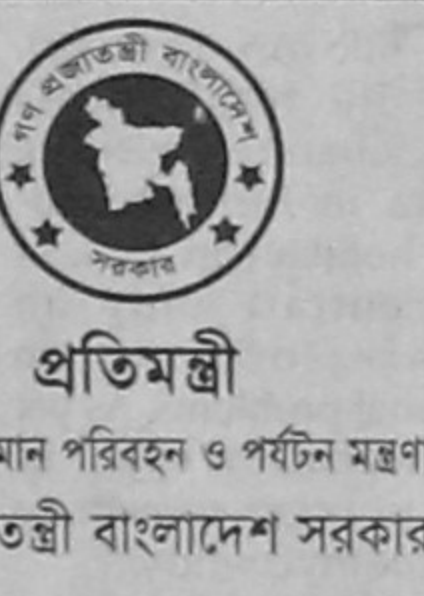
জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০২ সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইকোটুরিজম ইয়ার পালনের ঘোষণা এবং বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ঐ ঘোষণা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

দ্রুত বিকাশমান পর্যটন শিল্পের অনন্য উপাদান প্রকৃতি ও প্রকৃতি প্রেম। নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির প্রতি মানব মনে রয়েছে সহজাত আকর্ষণ। দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সংরক্ষণ এবং বিকাশের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন আবশ্যিক। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে, খ্রীতি-বন্ধন রচনায় পর্যটন একটি অন্যতম কার্যকর মাধ্যম। এসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবদানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, বেকারত্ব বিমোচনের ক্ষেত্রে পর্যটনের রয়েছে অপরিমিত অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

আমি আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম ইয়ার ২০০২ উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

*Md. Abdur Razzaque*

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী



**বাণী**

প্রতিমন্ত্রী  
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মিলিতভাবে সংরক্ষণপূর্বক প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ইকোটুরিজম তথা স্থিতিশীল পর্যটন শিল্প বিকাশের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ২০০২ সালকে আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সহায়তায় বিশ্বব্যাপী ইকোটুরিজম বর্ষ ২০০২ পালনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনসহ দেশের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও যথাযথ গুরুত্বের সাথে এই বর্ষ উদযাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্যতম উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, সবুজ বন বনানী, বিশাল নদনদী, সুন্দল-হুদ, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এখানে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন এবং বিরল প্রাণীসহ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই সুন্দরবনে। উপজাতীয়দের বর্ণাঢ্য জীবনধারায় সমৃদ্ধ এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের ও উন্নয়নের মূলধন হিসেবে অবদান রেখে আসছে। দেশের এই অতি মনোরম প্রাকৃতিক সম্পদ তথা পর্যটন শিল্প সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধির পরিকল্পনার মাধ্যমে তা মানব কল্যাণের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এর মাধ্যমেই বর্তমান শতাব্দীতে পরিবেশ ও প্রকৃতি প্রেম তথা ইকোটুরিজম বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ও এই বর্ষ পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের মানুষ আমাদের দেশের ইকোটুরিজম তথা পর্যটন শিল্প সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পর্যটন সচেতনতা বাড়বে। বিশেষ করে পরিবেশ প্রিয় বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশ অগ্রহী হবে। ফলে পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ।

আমি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ইকোটুরিজম ২০০২ উদযাপনের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

*Md. Abdur Razzaque*

মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

## Ecotourism and Bangladesh

Md. Abdur Razzaque

Tourism has been well-established as the fastest growing industry in the world. There was time when tourism activity was centered at the beach resorts with some recreational facilities. But of late, this idea has been changed. Conservation of nature and culture is the most important theme of all planned tourism development and promotion of the current century throughout the world. Ecotourism, key element in the current tourism development, can also play a very vital role in the promotion and development of tourism industry in the country. It is one kind of tourism development which shows respect to heritage and culture, protects & preserves environment and provides knowledge to the visitors and welcomes them. In this article, we shall try to explain the salient features of ecotourism and its potentials in Bangladesh.

2. Travelling to relatively undisturbed natural areas with the specific object of studying and enjoying the scenery and its wild plants and animals are the objects of ecotourism. Ecotourism is a total experience by which the visitor perceives these attractions. Ecotourism may be defined as environmentally and culturally sustainable tourism, which ensures social and economic benefits to the local community and wide segments of the society. Ecotourism is defined as "environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural feature both past and present) that promotes conservation". Ecotourism is then a partnership between private sector, conservation managers and local people with an objective for nature conservation and local development. Ecotourists like to visit unspoiled and unexplored environment, often in out of the way places, and to make positive contributions wherever possible to the improvement of environment of places visited. At places, they try to ensure that they visit are not damaged as a consequence of their visits or as a consequence of development of the infrastructure needed to facilitate their visits.

3. Ecotourism originates from the consciousness of proper conservation of environment. When the disastrous greenhouse effect on the earth and its environment was noticed, a group of conscious people started a movement to save the earth and the environment. Gradually that movement highlighted that mass tourism is a serious threat to the ecological balance of the earth. Since then, ecotourism emerged as a new concept to develop tourism without disturbing ecological balance. Development of tourism can no longer be at the cost of degrading and rapid loss of natural resources. Urgent integrated efforts are required to restore diversity and introduce sustainable form of resource use. Ultimately these will help to improve the quality of human life. Ecologists talk about sustainable development in terms of resource management. The most popular definition of sustainable development is meeting present needs without reducing the option for future generations.

4. The United Nations has designated 2002 as the International Year of Ecotourism (IYE). In connection with this declaration, the UN Commission on Sustainable Development requested World Tourism Organization (WTO) and other agencies "to undertake activities that will be supportive of the preparations of the International Year of Ecotourism".

In a communication to the Members of the WTO Committee on Sustainable Development of Tourism, the WTO Secretariat proposed the following objectives for the activities to be carried out in the framework of the International Year of Ecotourism.

- Generate greater awareness among public authorities and the private sector regarding ecotourism's capacity to contribute to the conservation of the natural and cultural heritage in natural and rural areas, and the improvement of standards of living in those areas.
- Disseminate methods and techniques for the planning, management, regulation and monitoring of ecotourism to guarantee its long-term sustainability.
- Promote exchanges of successful experiences in the field of ecotourism.
- Increase opportunities for the efficient marketing and promotion of ecotourism destinations and products on international markets.
- Keeping in view the above mentioned aims the World Tourism Organization organised the following activities for the observance of the year:
  - To conduct surveys of the main tourist generating markets for ecotourism; the results of which will be published in 2002.
  - To convene, jointly with UNEP and Canada, a World Ecotourism Summit from 19 to 22 May 2002 in Quebec.
  - To provide support and sponsorship to regional conferences and seminars on specific aspects of ecotourism during 2001 and early 2002 in the various WTO regions.

- To publish, jointly with UNEP and IUCN, a Guide for the sustainable development and management of tourism in national parks and protected areas which are prime destinations for ecotourism.
- To provide support to all efforts made by its Member States in the pursuit of a more sustainable ecotourism industry.
- To issue a common logo for the International Year of Ecotourism.
- To dedicate the World Tourism Day 2002 to the subject of Ecotourism.
- 6. In order to make the observance of International Year of Ecotourism a success, World Tourism Organization has recommended the following activities to its Member States. These include the following:
  - To define, strengthen and disseminate as appropriate, a National Strategy and specific programmes for the sustainable development and management of ecotourism.
  - To provide technical, financial and promotional support for, and facilitate the creation and operation of small and medium size firms in the field of ecotourism.
  - To set up compulsory and/or voluntary regulations regarding ecotourism activities.
  - To establish national and/or local committees for the celebration of the International Year of Ecotourism.
  - 7. Bangladesh, as a member of World Tourism Organization, has chalked out programmes to celebrate the International Year of Ecotourism 2002. Both public and private sectors in the field of travel trade will arrange different activities for the observance of the year. These

include meet-the-media, publication of special supplement and advertisement, inaugural ceremony, cultural function, river cruise, sight-seeing tour, package tour specially in the places of natural scenario, tourist publications and tree plantation. Main objective of the programmes is to create ecotourism awareness amongst local people and international visitors to Bangladesh.

8. In Bangladesh, there is a vast potential to develop and promote ecotourism. The single largest mangrove forest of the world, the Sundarbans (about 6,000 sq.km.) is the gold mine for ecotourism and pride of Bangladesh. It has been declared as a World Heritage Site by UNESCO. Besides this, other ecotourism products include tea plantations in greater Sylhet, hilly green areas of Hill Tract Districts, sandy beaches at Cox's Bazar and Kuakata, rivers, lakes, forest and wildlife, glorious tribal life and the simple life style of the village people. These tourism products have tremendous demand in the tourism markets of the world. Sustainable tourism development demands careful assessment of these tourism products and measurement of their absorbing capacity, proper planning and management, preservation of unique resources, marketing of the products and getting preparation for the successful presentation before the interested tourists.

9. Ecotourism is still in its infancy in Bangladesh. Government, semi-government and private organizations should take integrated and joint plan to exploit ecotourism potentials in Bangladesh. A desire to establish ecotourism including mass tourism in the country has been demonstrated for many years. Government has recognised tourism as an industry, encourages local and foreign investors through the declaration of National Tourism Policy in 1992. Ecotourism though a new concept, yet it has featured prominently in the declared National Tourism Policy. Since more and more tourists are eager to closely discover the real beauty of nature and culture, Government is also very keen to exploit potentials of tourism industry through presentation of virginity of all elements of nature and culture in view of the recent expansion of the international tourism markets. Conservation of natural and cultural resources is the sacred duty of the nation. The whole nation should be motivated to perform this duty.

10. The Department of Forest will have to play a vital role in expanding ecotourism through planned preservation of the National Parks and Reserved Forests, tree plantation & by expanding it. The Department of Forest has been given the authority to ensure the sustainable development of the forest and the wild animals. In fact, the natural scenery and variety of wild lives for real ecotourism are located in the forest areas. So, for preserving the forest and wild animals and for expanding them, the Government has declared eight Wildlife Sanctuaries, five National Parks.

11. Tourism is the largest single ever expanding industry in the world today. Of course recent acts of terrorism in the USA and War in Afghanistan have severely affected growth of the tourism industry due to sudden unexpected fall in the overall performance of the aviation industry. It will take some time to recover from this setback and hopefully tourism as an industry will regain its leading position in the world economy soon.



**বাণী**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জাতিসংঘের উদ্যোগে ও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ইন্টারন্যাশনাল ইকোটুরিজম ইয়ার ২০০২ উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করবে এবং দাবিদার বিমোচনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আজকের বিশ্বে পর্যটন একক বৃহত্তম শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্যতম প্রধান উপাদান প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এ কারণে বর্তমান শতাব্দীতে পরিবেশ ও প্রকৃতি প্রেম তথা ইকোটুরিজম পর্যটন শিল্প প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বর্ষব্যাপী ইকোটুরিজমের অনুষ্ঠানমালা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

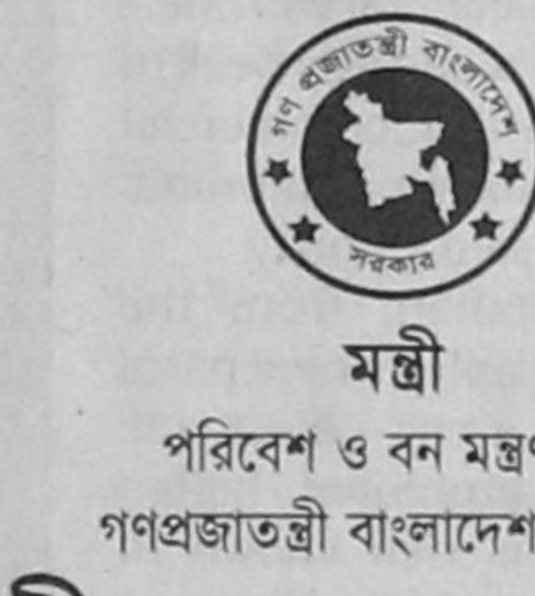
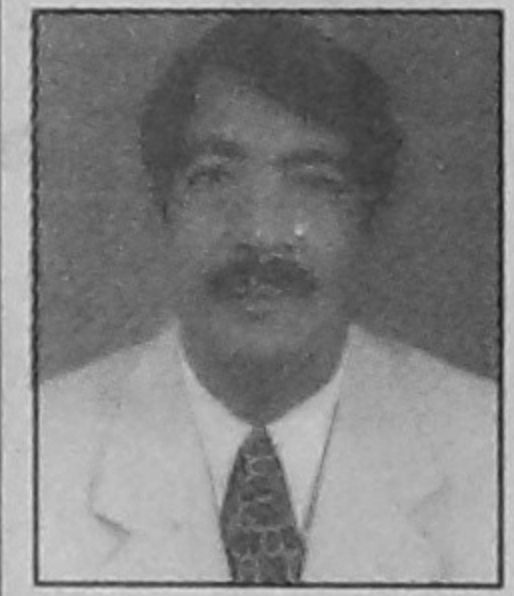
দেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ নিশ্চিত করার যে সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। মানব সভ্যতা এবং একই সত্ত্বে পর্যটন শিল্প বিকাশের বৃহত্তর স্বার্থে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সম্মিত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যিক। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনসহ সর্বক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে পর্যটন শিল্প বিশেষ করে ইকোটুরিজম বিকাশের ক্ষেত্রে সম্মিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ইন্টারন্যাশনাল ইকোটুরিজম ইয়ার ২০০২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

*Md. Abdur Razzaque*

বালুদা জিয়া



**বাণী**

মন্ত্রী  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ২০০২ সালকে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ হিসেবে পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ ও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার এই উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

প্রতিদিন বিশ্বের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সংস্কৃতির অনন্য উপাদান ধ্বংস হচ্ছে। মানুষের অপরিগামদর্শী কর্মকাণ্ডের জন্যই মানব সভ্যতার এসব মূল্যবান উপাদান ধ্বংস হচ্ছে। মানব সভ্যতা বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর পৃথিবী রচনার জন্য আমাদেরকে এখনই এ ব্যাপারে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এটা আমাদের পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব।

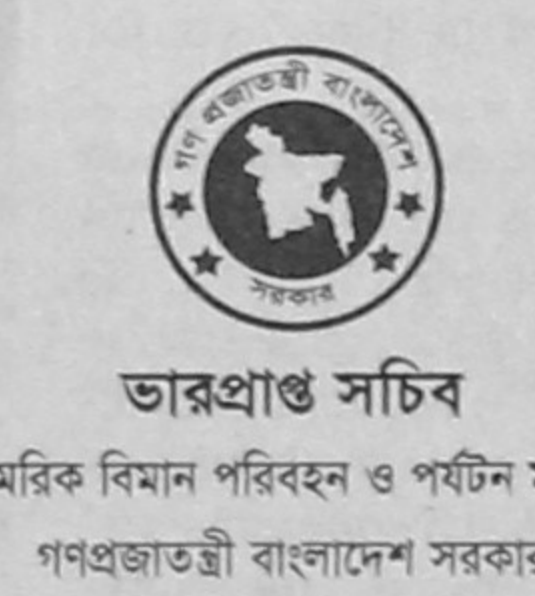
আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ ২০০২-এর অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতির যথাযথ সংরক্ষণে দেশের আপামর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশ লাভবান হবে। অন্যদিকে প্রকৃতি প্রেমিক এবং সৃষ্টির অনুপম প্রকৃতি রহস্য আবিষ্কারে আশ্রয়ী দেশী-বিদেশী পর্যটকরা নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবেন। এইভাবে বিকশিত হবে পর্যটন শিল্প। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান। উপার্জিত হবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে ঢাকা মহানগরীতে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আগামী ১ মার্চ ২০০২ ইং থেকে সারাদেশে নিষিদ্ধ হবে। একইভাবে ইকোটুরিজমের অনন্য উপাদান বন, প্রকৃতি ও বনাঞ্চলীয় যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থা ভূমিকা পালন করে যাবে। আমাদের সকলের যৌথ প্রয়াস আগামী দিনের সুন্দর পৃথিবী রচনায় সহায়ক হোক।

আমি আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ ২০০২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

*Md. Abdur Razzaque*

শাজাহান সিরাজ



**বাণী**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। এ অদমা অনুভূতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সৃষ্টির পর থেকে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অবিরাম ঘুর বেড়াচ্ছে। ভ্রমণ তথা পর্যটন মানুষের জানা, চেনা ও দেখার পরিতৃপ্তি ছাড়াও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মানবকণ্ডলের মধ্যে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধন সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে আসছে। একই সাথে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্পের প্রধান উপাদান প্রকৃতি এবং এর অনুপম সৌন্দর্য। এ কারণে পরিবেশ ও প্রকৃতির যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সময়ের বিবর্তনের ধারায় মানব সভ্যতার উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রাখার জন্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সম্মিত পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ২০০২ সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ইকোটুরিজম হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ প্রকৃতির লীলা নিকেতন। অপর প্রাকৃতিক শোভা মণ্ডিত এদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের আধার পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, একই স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকনের বিরল দৃশ্য সমৃদ্ধ কুয়াকাটা, চির সবুজ সুন্দূর চা বাগানসহ নানা প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এগুলো ইকোটুরিজমের অনন্য উপাদান।

আমি আশাবাদী যে জাতিসংঘের উদ্যোগে এবং বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সহায়তায় আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ পালনের মাধ্যমে পরিবেশ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে ইকোটুরিজম তথা পর্যটন শিল্প বিকাশের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে আমরা আমাদের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ, সর্বোত্তম ব্যবহার এবং উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হবো।

আন্তর্জাতিক ইকোটুরিজম বর্ষ ২০০২ সফল হোক আমি এ কামনা করি।

*Md. Abdur Razzaque*

মোঃ শফিকুল ইসলাম

Courtesy:



Hotels International Limited

Owners-



107, KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE, KARWAN BAZAR, DHAKA, BANGLADESH. Tel: 8111005, 8112011, 8111641. Fax: 880-2-8119646, 8113324